নিউ থিয়েটার্স
(একজিবিটার্স) প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

নতুন ফসল

সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ প্রযোজিত

প্রযোজক :: শ্রীদিলীপ সরকার ও
নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাঃ লিমিটেড

নতুন ফসল

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী রচিত
ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী ও সোমলতা অবলম্বনে

পরিচালনা
হেমচন্দ্র চন্দ্র

সংগীত : রাইচাঁদ বড়াল ॥ আবহ-সংগীত : ওস্তাদ্ বিলায়েৎ খাঁ ও যন্ত্রী-সঙ্ঘ
চিত্র-নাট্য : : বিনয় চ্যাটার্জী
গীতকার : : শৈলেন রায় ও অমিতাভ চৌধুরী
চলচ্চিত্রায়ণে : : : : অমূল্য মুখার্জী
শব্দানুলেখনে : : অতুল চ্যাটার্জী ও সুজিত সরকার
শিল্প-নির্দেশে : : : : সুনীতি মিত্র
সম্পাদনা : : : : হরিদাস মহলানবীশ
স্থির-চিত্র : : এডনা লরেঞ্জ প্রাঃ লিমিটেড
প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনে : : আর্টিষ্টস কনসার্ণ ॥
প্রচার-পরিচালনা : : সুধীরেন্দ্র সান্যাল
॥ সহযোগী পরিচালক : : অনন্ত গোস্বামী ॥
রূপ-সজ্জা : : মদন পাঠক ॥ শম্ভু দাস ॥ সাজ-সজ্জা : : যতীন কুণ্ড ॥
পট-শিল্পী : : কবি দাশগুপ্ত ॥ কর্মাধ্যক্ষ : : ধীরেন সাহা ॥
কর্ম-সচিব : : শৈলেন রায় ॥ ব্যবস্থাপনা : : কালো দাস ॥
কোষাধ্যক্ষ : : অতুল দাস ॥ লোক-সংগীত : : নির্মল চৌধুরী ॥
সংগীত-গ্রহণে ও পুনঃশব্দ যোজনায় : : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥
নেপথ্য সঙ্গীতারোপে : : হেমন্ত মুখার্জী ॥
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ নির্মল চৌধুরী ॥ মিন্টু দাশগুপ্ত ॥
অজিত সোম ॥ প্রতিমা ব্যানার্জী

কৃতজ্ঞতার-স্বীকৃতিতে :
ভিটা মহেন্দ্র পাবলিক ইনষ্টিটিউসান্ ও ভিটা ভিটা (বর্ধমান) গ্রামবাসীগণ ॥ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সৌজন্যে "ভজ রাধাকৃষ্ণ" ॥ চণ্ডীদাস পদাবলী হইতে : 'সুখের সায়রে' ও 'বঁধু, তুমি যে আমার প্রাণ' ॥
॥ রসরাজ গোঁসাই হইতে : : 'যেমন বেণী' ॥

নিউ থিয়েটার্স ও এস-এস-সি-এস ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ ॥ চিত্রপরিস্ফুটনে : :
॥ ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরী ॥

পরিবেশক : : **গোল্ডউইন পিকচার্স**

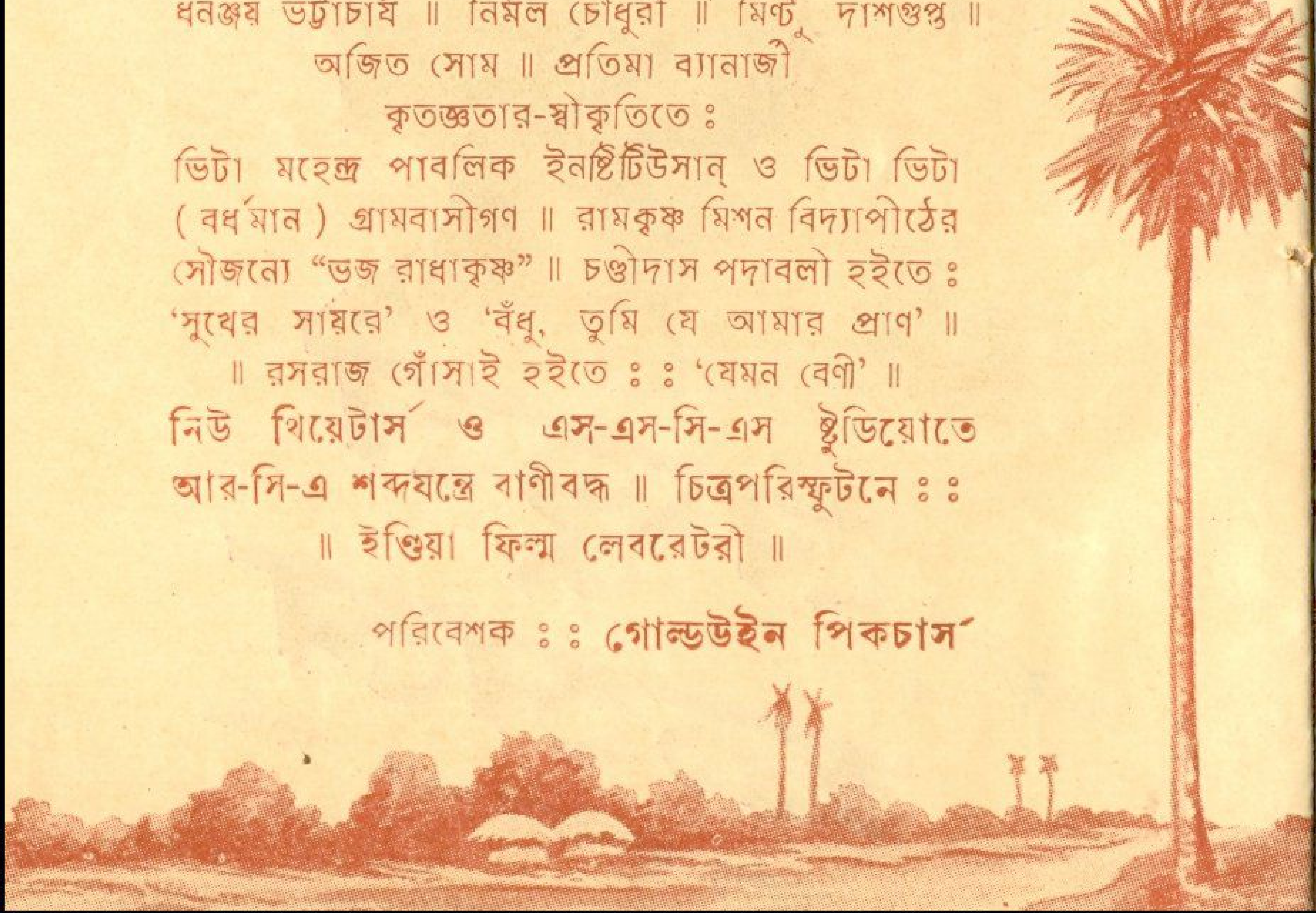

কাহিনী

চারিটি প্রাণীকে নিয়ে হারাণের সংসার। সে ছাড়া স্ত্রী বিনোদিনী ও ছুটি ছেলেমেয়ে — হাবল আর মেনী। আট বছর বিয়ে হয়েছে হারাণের। শক্তি সামর্থ্যে অসামান্য মোড়ল-চাষী হারাণ। তার গোলা-ভরা ধান, বুক-ভরা স্নেহ। কিন্তু মনটি তার সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত নয়। এর কারণ, তার স্ত্রী বিনোদিনীর অসামান্য রূপ

হারাণের মনে শান্তি নাই। সর্বদাই মনে হয় বুঝি এ সৌন্দর্য্য সে একান্ত নিজের করে ধরে রাখতে পারবে না। তাই সন্দেহে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হারাণ তার দাম্পত্য-জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে না।

বিনোদিনী প্রাণপণে চেষ্টা করে হারাণকে সুখী করতে। কিন্তু সন্দেহের চাপে তার বধূ জীবন বিপর্যস্ত।

বিনোদিনীর পিত্রালয়ে গৌরহরি ছিল তার খেলার সাথী। শেষ পর্যন্ত গৌরহরি হয়েছিল তার স্বপ্নলোকের দোসর।

এই সুপুরুষ ও পরম সুন্দর মানুষটির স্মৃতি সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। যেদিন হারাণের সঙ্গে বিনোদিনীর বিয়ে হয়, সেদিন কেউ লক্ষ্য করেনি — কতখানি অন্তর বেদনা গোপন করে বিনোদিনী বিদায় নিয়েছিল তার বাল্য ও কৈশোরের এই দোসরটির কাছ থেকে।

গৌরহরির বোন ললিতা ছিল বিনোদিনীর বাল্যসখী। ললিতা বিয়ে করেছে বাউল রসময়কে। তারা দুটিতে ঘর বেঁধেছে অন্য এক গাঁয়ে। আট বছর কেটে গেছে বিয়ের পর বিনোদিনীর।

বিনোদিনীর জীবনে হঠাৎ যখন ঘনিয়ে এল দুর্যোগের ঘনঘটা— সেই অশুভ মুহূর্তে ললিতার মনের গোপন অভিলাষের পরিচয় পেলো বিনোদিনী।

হারাণের দূর-সম্পর্কের ভাই তারাপদ। নিষ্পাপ ও নির্মল চরিত্রের এই তরুণটিকে উপলক্ষ করে হারাণ যখন তার স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে, তখন সে বেদনা, অপমান সহ্য করতে না পেরে, অভিমানে বিনোদিনী গৃহত্যাগ করে।

বিনোদিনী আশ্রয় নেয় তার সখী ললিতা ও রসময়ের বাড়ি। সেখানেই হঠাৎ একদিন উদয় হয় গৌরহরি। এতদিনে বুঝি হাতের কাছে পায় তার প্রার্থিত সুযোগ। ললিতা চেষ্টা করে মালাবদলের সঙ্কল্প সফল করে তুলতে। বিনোদিনী সেই মুহূর্তে ত্যাগ করে সে আশ্রয়। সে অবশেষে চলে আসে তার পিত্রালয়ে। এখানে এসে সে দেখতে পায়, তার ছেলে-মেয়েকে। হারাণ তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে নিতান্ত অবস্থার দায়ে। হারাণের ধারনা, বিনোদিনী আর এ পৃথিবীতে নেই— সে আত্মহত্যা করেছে। এই চিন্তাই আজ বিশেষ করে হারাণের ভাল লাগে। কারণ বিনোদিনী বেঁচে আছে, অথচ তার কাছে নেই— এটা ভাবাও তার পক্ষে অসম্ভব। ভয়ে হারাণকে কেউ জানাতে সাহস করেনি যে একথা সত্য নয়। বিনোদিনী বেঁচে আছে।

পিত্রালয়ে,
ভাই ও ভ্রাতৃজায়ার
সংসারে এসে বিনো-
দিনী শান্তি পেলো না।
ভাই ও ভ্রাতৃবধূর দুর্ব্যবহারে,
বিশেষ করে তার ছেলেমেয়ের
প্রতি নির্মম ব্যবহার বিনোদিনীর
সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে বিনোদিনী
সে আশ্রয়ও ছাড়লো।
আজ বিনোদিনী একা নয়, সঙ্গে দুটি সন্তান।
কিন্তু লোকমুখে তখন তার কাছে খবর
এলো– হারাণ বিয়ে করতে চলেছে– তার শূন্য গৃহে নতুন
ঘরণী আনবার আগ্রহে...
ভাগ্যের সঙ্গে শুরু হল নতুন খেলা।

নারীর জীবনের এই চরম প্রশ্নের মীমাংসা, কোন
অভাবিত পথ ধরে কেমন করে
পরিণতিতে এসে পৌঁছলো,
আপাততঃ সেটা আপনাদের
জন্যে তোলা রইলো—
রুপোলী পর্দায়
দেখবার জন্যে।

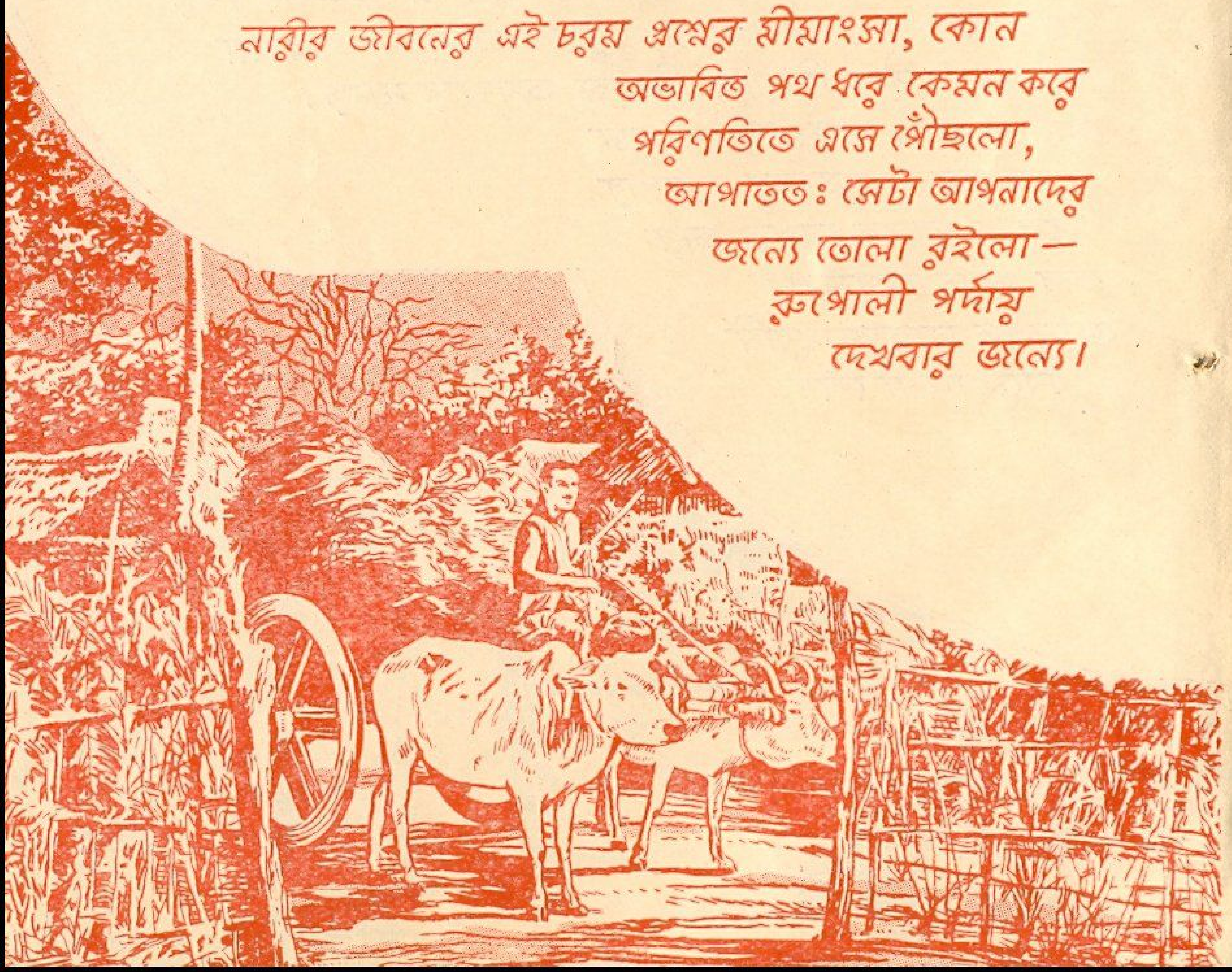

সঙ্গীত

[এক]

সুখের সায়রে দুঃখ উপজিল ভাঙ্গিল যৌবন মোর
আপন জানিয়া পীরিতি করিলাম বন্ধুয়া হইল পর।
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিলাম
কুজন বলিবে কেগো তোরে,
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলাম টলিয়া পড়িনু যে
সখি কি আর বলিব তোরে।
পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুঃখ দিল মোরে
সখি কি আর বলিব তোরে।
পীরিতি মুরতি কভু না হেরিব
এদুটি নয়ান কোনে,
পীরিতি বলিয়া নাম শুনাইতে
মুদিরা রহিব কানে।
আপন বলিয়া শোন গো সখি,
আপন বলিয়া পীরিতি করিলাম
বন্ধুয়া হইল পর।
মিছা প্রেম করি কাঁদি কাঁদি মরি
এ দুঃখ জানিবে কে,
সখি বন্ধুয়া হইল পর গো
সখি বন্ধুয়া হইল পর॥

[দুই]

আহারে হৈমবতী শিবসোহাগী রাজার নন্দিনী,
তার কপালে পাগলা ভোলা লোকে কি কবে!
সাজতে হবে শিব তোমারে সাজতে হবে।
বাঘছাল ফেলিয়া শিব শান্তিপুরী পরবে,
এ পোড়া চওড়া পায়ে নৌতুন জুতা চড়বে,
ওই মচড় মচড় শব্দে উমা দুকান পেতে রবে,
পাড়ার লোক হইয়া রে বাবু শিব বাবু কবে,
ছিরি শিব বাবু কবে।
সাজতে হবে শিব তোমারে সাজতে হবে,
শিব হে শিব হে শিব হে—
ক্রু তা কুর তাক্ তাক্ ক্রু তাক্ কুর তাক্ তাক
টামটুমাটুম, কুর তাক্ কুর তাক্ কুর তাক্
হাঃ হা হাহা হাঃ হা হাহা!
হাঃ হা হাহা হাঃ হা হাহা!
জটার ঘটা কাটহে শিব, বাবু ছাঁট ছাঁটিবে—
আরসির সম্মুখে গিয়া এ্যালবার্ট কাটিবে।
ওগো, শুনচ?
ষাঁড়ে চড়া ভোলো ভোলা,
রেলের গাড়ী চড়বে—
কুক্ কুক্ শিব রেলের গাড়ী চড়বে।
এই সোহাগে বাম অঙ্গে তোমার উমা হেলে রবে

[তিন]

সাধ ক'রে পুষিলাম ময়না
রাধা-কৃষ্ণের নাম বলে না।
শিকলি কেটে যাবে চলে
বনের পাখী আমার পোষ মানে না।
হৃদয় পিঞ্জরে বসি—
দেখি রসের খেলা ;
রাধার প্রেম তরঙ্গ উজান বহে
বালির বাঁধে বাঁধ মানে না।
কার বা খাঁচা কার বা পাখী,
ভাবছে অবুঝ মনা।
কাহার লাগি আঁখি ঝরে
যে মজেছে সেও জানে না।।

[চার]

চিনবি কেমনে, চিনবি কেমনে!
নদীয়াতে পড়ল ধরা,
ঐ মানুষকে চিনবি কি তোরা।
ওগো ঐ মানুষে সেই মানুষে
রসপ্রেমে গিলটি করা
ঐ মানুষকে চিনবি কি তোরা।
ও সখি আদিস্থান তার বৃন্দাবন
পোষ্ট অফিস তার নিকুঞ্জবন,
জিলা মথুরা, হায়গো জিলা মথুরা।
রাই-এর ঋণ শোধিতে দেশান্তরী,
সোনার অঙ্গে কৌপিন পরা,
ঐ মানুষকে চিনবি কি তোরা।

[পাঁচ]

রাধা কৃষ্ণ ঐছে যদা, একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।

[ছয়]

যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজাব না।
ওগো চুল ভিজাব না না,
বেণী ভিজাব না।।
জলে নামব জল ছড়াব জল ত ছোঁবনা,
এধার উধার সাঁতার পাথার করি আনাগোনা।
ওগো, জলে নামব তবু আমি
ডুবতো দোব না।
ভোগ লাগাব ভুখে মরব তবু আমি
জানতে দেব না।।
রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন বাটিব
তবু হাঁড়ি ছোঁব না।।
রসিকা ললিতা বলে, শোনগো নাগরী—
ও তোর রূপের যাই বলিহারী!
আমি হব না সতী, না হব অসতী,
তবু আমি পতি ছাড়বো না।।

[সাত]

বঁধু হে, তুমি যে আমার প্রাণ!
দেহ-মন-আদি তোমাতে সঁপেছি
কুল-শীল-জাতি-মান।।
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু-মন
দিয়েছি তোমার পায়,
তুমি মোর গতি বঁধুহে, তুমি মোর পতি,
মন নাহি আন চায়।
আমার পরাণ আন জানে না,
বঁধু তোমাতেই আমি সুখেই আছি।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ।
যে যা আমায় বলুক না কেন,
তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই,
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
শুধু জানি, এই পাপ-পুণ্য মম—
তোমার চরণখানি।
গতি নাই বঁধু, তুমি ছাড়া আর গতি নাই—
ঐ চরণে প্রাণ সঁপেছি, তুমি ছাড়া
আমার গতি নাই
তোমার চরণখানি বঁধু, তোমার চরণখানি।।

[আট]

আমি হারাইলাম দুকুল, একুল আর ওকুল—
কবে ফুটিবে আমার বিয়ার ফুল।

[নয়]

যথা রাত্রা পগমে প্রভোঃ,
প্রভাতে ভাতি ভানুভা।
দুঃখান্তে বিধায় শান্তিং,
দদাসি জীবনং নবঃ।
যথা বীজাৎ নবাঙ্কুরাঃ
ফলায় ভবন্তি ক্রমাৎ,
চিরা ন কদাপি রাত্রি,
স্থিরো ন কদাপি কালঃ।
শরণাগতের্সাধনাদ্বৈ
শান্তিঃ সন্তবামি সদা।

চরিত্রচিত্রণে

সুপ্রিয়া চৌধুরী
কালি বন্দ্যোঃ
বাণী হাজরা
বিশ্বজিৎ
অনুপকুমার • রেণুকা রায়
মালা বাগ • মাঃ লোকনাথ
নির্মল চৌধুরী
অণিতা বন্দ্যোঃ
রাজলক্ষ্মী দেবী • বেলারাণী
মনোরমা (বড়) • আশালতা
মনোরমা (ছোট)
নমিতা ভট্টাচার্য
কুমারী সুমিত্রা মিত্র
অমর মল্লিক • মাঃ সজল
নীতীশ মুখোঃ • মাঃ বিপ্লব
খগেন পাঠক
অনিল মিত্র
গোপাল দীক্ষিত
ভোলানাথ
হরিধন মুখোঃ
গোপাল ভট্টাচার্য
প্রভৃতি

নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাঃ লিমিটেড ও সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রচার-সচিব সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার : কলিকাতা-১ হইতে গোল্ডউইন পিকচার্স কর্তৃক প্রকাশিত • ব্লক ও মুদ্রণ : ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ : কলিকাতা-৬